49020 - দুই ঈদের নামাযের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

আমি দুই ঈদের নামাযের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ কী সেটা জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করতেন। তিনি ঈদের সালাত মসজিদে আদায় করেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইমামশাফেয়ি'আলউম্ম' নামক গ্রন্থেবলেছেন: "আমাদেরকাছেএই মর্মে রেওয়ায়েতপৌঁছেছেযে, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম দুইঈদেরদিনমদিনারঈদগাহেযেতেন।তাঁর ওফাতেরপরওসবাইসেটোইপালন করত;যদিনা বৃষ্টি বা এ জাতীয় অন্যকোন প্রতিবন্ধকতানা থাকে।মক্কাবাসীব্যতীত অন্য সবঅঞ্চলেরলোকেরাওসেটোইকরতেন।" সমাপ্ত

তিনিতাঁরসবচেয়েসুন্দরপোশাকপরেঈদেরনামাযের জন্য বেরহতেন। রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম এর হুল্লাহনামক এক সেটপোশাক ছিল। তিনিসিটেপিরেদুইঈদএবংজুমারসালাতআদায়করতযেতেন।

হুল্লাহ হচ্ছে-এক জাতীয় কাপড় দিয়ে তৈরী দুই অংশবিশিষ্ট এক সেটপোশাক।

তিনি ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করতে যাওয়ার আগে খেজুর খেতেন।খেজুরগুলো বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। ইমামবুখারী (৯৫৩)আনাস ইবনে মালিকিরাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন সকালবেলা খেজুর না খেয়ে বের হতেন না।তিনি বিজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন।"

ইবনেকুদামাহবলেছেন:

"ঈদুলফিতরেরদিনআগে আগেখাবারখাওয়ামুস্তাহাব্ব-এব্যাপারেকোনভিন্নমতআমাদেরজানানেই।"সমাপ্ত

ঈদুলফতিররেদনিনামাযআদায়রেআগইেখয়েফেলোরপছিনহেকিমতহলো- কউেযনেএটনিাভাবযেসোলাতআদায়করাপর্যন্তনাখয়েথোকাঅপরহিার্য। আবার কারো কারো মত,ে আগে আগখোবার খাওয়ারপছিনহেকিমতহল-উপবাসরে মাধ্যমে আল্লাহর নর্দিশে পালন করার পর অনতবিলিম্বে খাবার খাওয়ার নর্দিশে পালন করা।

যদি কোনে মুসলমি খজেুর না পায় তাহলে তনিি অন্য যে কোনে কছিু এমনকি পানি হিলওে পান করবনে। যাতে তনিঅিন্তত সুন্নতরেমূল উদ্দশ্যেটা অনুসরণ করতে পারনে।তা হল- ঈদুল ফতিররে নামাযরে আগে কছিু খাওয়া বা পান করা।

পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দনি তনিি ঈদগাহ থকেে ফরোর আগ পর্যন্ত কছিু খতেনে না।ঈদগাহ থকেে ফরোর পর তনিি কোরবানীর পশুর গোশত খতেনে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে আরো বর্ণতি আছে যে তনিি দুই ঈদরে দনি গোসল করতনে।ইবনুল কাইয়্যমি বলছেনে: “এ সম্পর্কে দুইটি দুর্বল হাদসি রয়ছে…ে। তবে ইবনে উমররাদয়িাল্লাহু আনহু যনিি সুন্নত অনুসরণরে ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছলিনে, তাঁর থকেে প্রমাণতি হয়ছে যে তনিি ঈদরে দনি নামাযে বরে হওয়ার আগে গোসল করতনে।”সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে হটেঁ ঈদরে নামাযে যতেনে এবংপায়ে হটেঁ ঈদরে নামায থকেে ফরিে আসতনে।

ইবনে মাজাহ (১২৯৫)ইবনে উমর থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনিি বলছেনে:“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়া সাল্লামপায়ে হটেঁ ঈদরে নামাযে যতেনে এবংপায়ে হটেঁ ঈদরে নামায থকেে ফরিে আসতনে।”[আলবানী সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থএে হাদসিকে হাসান বলে আখ্যায়তি করছেনে।]

ইমাম তরিমযিী (৫৩০) আলী ইবনে আবু ত্বালবে থকেে বর্ণনা করছেনে য,ে তনিি বলছেনে:“ঈদরেনামাযে হটেঁ যাওয়া সুন্নত।”[আলবানী সহীহ তরিমযিী’গ্রন্থে এ হাদসিকে হাসান বলআেখ্যায়তি করছেনে।]

ইমাম তরিমযিী আরো বলছেনে:

“অধকিাংশআলমেএইহাদসিঅনুসরণকরছেনেএবংঈদরেদনিপায়ে হটেঁসোলাতআদায়রেজন্যবরেহওয়াকমেুস্তাহাব্বহসিবেআেখ্যায়তিকরছেনে . . .। কোনে গ্রহণযোগ্য অজুহাত ছাড়া যানবাহন ব্যবহার না-করা মুস্তাহাব্ব।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামঈদগাহে পৌঁছইেনামায শুরু করে দতিনে। আযান, ইকামত অথবা “আসসালাতু জামআে”

(নামাযরে জামাতে হাজরি হও) এ ধরনরে কোন ঘোষণা দতিনে না।তাই এগুলোর কোনোটি না-করাই সুন্নত।

তনি ঈদগাহে ঈদরে নামাযরে আগে বা পরে আর কোন নামায আদায় করতনে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়া সাল্লামখোতবা দয়োর আগে নামাযশুরু করতনে। দুই রাকাত সালাতরে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ পরপর সাতটি তাকবীরদতিনে। প্রতি দুই তাকবীররে মাঝে কছিু সময় বরিতি নতিনে। দুই তাকবীররে মাঝখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বশিষে কোন দু'আ পড়ছেনে বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইবনে মাসঊদ হতে বর্ণতি হয়ছে যে, তনি বিলনে: "আল্লাহর প্রশংসা করব, সানা পড়বে এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহওিয়া সাল্লামরে উপর দরুদপাঠ করবে।"

সুন্নতরে অনুসরণরে ব্যাপারে অত্যন্ত সচতেনইবনে উমর (রাঃ) প্রতি তাকবীররে সাথে হাত উঠাতনে।

তাকবীর বলার পরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকুরআন তলোওয়াত করতনে। প্রথমে সূরা ফাতহিা পাঠ করতনে। তারপর দুই রাকাতরে যে কোন এক রাকাতে"ক্বাফ ওয়াল ক্বুর'আনলি মাজীদ" (৫০ নং সূরা ক্বাফ) এবং অপর রাকাতে"ইক্বতারাবাতসি সা'আতু ওয়ান শাক্বক্বাল ক্বামার" (৬৪ নং সূরা ক্বামার) তলোওয়াত করতনে। আবার কখনো "সাব্বহিস্মা রাব্বকিাল আ'লা" (৮৭ নং সূরাহ আল-আ'লা) ও "হাল আতাকা হাদীসুল গাশয়িাহ" (৮৮নং সূরা আল- গাশয়িাহ) দয়িে দুই রাকাত নামায পড়তনে। সহীহ রওেয়ায়তে এ সূরাগুলোর কথা পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোন সূরার কথা সহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায়না। ক্বরিাতশষে করার পর তনি তাকবীর বলে রুকূ' করতনে। এরপর সইেরাকাত শষে করে উঠে দাঁড়ানোর পর পরপর পাঁচটি তাকবীর দতিনে। পাঁচবার তাকবীর দয়ো শষে করার পর তলোওয়াত করতনে।অতএব প্রত্যকে রাকাতরে শুরু করতনে তাকবীর দয়িে।তলোওয়াতরে পরপরই রুকূ' করতনে।

ইমাম তরিমযিএিকটি হাদসি সংকলন করছেনে কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ এর সূত্রে, তনি তাঁর বাবা থকে, তনি তাঁর দাদা থকে যে-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে সালাতে প্রথম রাকাতকেুরআন তলোওয়াতরে পূর্বে সাতবার তাকবীর দতিনে এবং অপর রাকাতকেুরআন তলোওয়াতরে পূর্বে পাঁচবার তাকবীরদতিনে।"ইমাম তরিমযিবিলনে: "আমমিুহাম্মাদকে অর্থাৎইমামবুখারীকএেইহাদসিসম্পর্কজেজি্ঞসেকরছেলিাম। তনিবিলছেনে: "এইবষিয়এেরচয়েসেহীহআরকোনোহাদসিনইে এবংআমি নজিওিএইমতপোষণ কর।ি"সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহওিয়া সাল্লামযখন সালাত শষে করতনে তখন তনি ঘুরে সবার দকিে মুখ করে দাঁড়াতনে। সবাই তখন নজি নজি কাতারে বসে থাকত। তখন তনি তাদরেকে উপদশে দতিনে, নসীহত করতনে, আদশে করতনে ও নষিধে

করতেন, কোন মিশন পাঠাতে চাইলে সে নির্দেশ দিতেন অথবা কাউকে অন্য কোন আদেশ করতে চাইলেসে ব্যাপারে আদেশ করতেন।সেখানে কোন মিম্বর রাখা হত না যার উপর তিনি দাঁড়াবেন অথবামদিনার মিম্বরও এখানে আনা হত না। বরং তিনি মাটির উপর দাঁড়িয়েই তাদের উদ্দেশ্যেখোতবা দিতেন।

জাবের (রাঃ) বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম।তিনি খোতবার আগে আযান ও ইক্বামাত ছাড়া সালাত শুরু করলেন। নামাযের পর বিলালের কাঁধে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিলেন, আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন, মানুষকে নসীহতকরলেন, আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে গেলেন, তাদেরকে আদেশ দিলেন ও আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।”[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন। প্রথমে নামায আদায় করতেন।নামায শেষে লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। তখন লোকেরা সবাই কাতারে বসে থাকত।”[এই হাদিসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

রাসূল সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম তাঁরসকলবক্তৃতাআল্লাহরপ্রশংসাদিয়েশুরুকরতেন। এমন একটি হাদিসও পাওয়া যায়নিযে,তিনিদুইঈদেরখোতবাতাকবীরদিয়েশুরুকরেছেন। বরংইবনেমাজাহতাঁরসুনানগ্রন্থে (১২৮৭) নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম এর মুয়াজ্জিনসাদআল-ক্বারাজথেকেবর্ণনাকরেছেন: “নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম খোতবারমাঝখানে তাকবীরপাঠকরতেনএবংদুইঈদেরখোতবায় তিনিবেশিবেশিতাকবীরবলতেন।”[আলবানী‘জয়ীফুইবনেমাজাহ’ গ্রন্থেএ হাদিসকেদুর্বলহিসেবেচিহ্নিতকরেছেন] এইহাদিসটিদুর্বলহলেওএতেএমনকোনইঙ্গিতপাওয়াযায় নাযেতিনিঈদেরখোতবা তাকবীরদিয়েশুরুকরতেন।]

আলবানী ‘তামামুল মিন্নাহ’গ্রন্থে বলেন: “এই হাদিসটি ইঙ্গিত করেনা যে ঈদের খোতবা তাকবীর দিয়ে শুরু করা শরিয়তসম্মত।উপরন্তু এ হাদিসটির সনদ দুর্বল। এতে এমন একজন রাবী আছেন যিনি যয়ীফ (দুর্বল) এবং অপর একজন রাবী মাজহুল(অজ্ঞাতপরিচয়)।তাই এ হাদিসকে খোতবাচলাকালীন সময়ে তাকবীরবলা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয নয়।”

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন: “দুই ঈদ ও ইস্তিস্ক্বা’ (বৃষ্টি প্রার্থনারনামায)এর খোতবা কি দিয়ে শুরু হবে তা নিয়ে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, উভয় (দুই ঈদ ও ইস্তিস্ক্বা) খোতবা তাকবীর দিয়ে শুরু হবে।কেউ কেউ বলেছেন, ইস্তিস্ক্বা’ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)এর খোতবা ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দিয়ে শুরু হবে ।

আবার কেউ বলেছেন, উভয় (দুই ঈদ ও ইসতিসক্বাএর) খোতবা আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু হবে।শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: এই মতটি সঠিক...। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামতাঁর সব খোতবা আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করতেন।”সমাপ্ত

যারা ঈদের সালাতে উপস্থিত হয়েছেনেনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বসে খোতবা শুনা অথবা খোতবা না-শুনে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

আবু দাউদ (১১৫৫) আবদুল্লাহ ইবনে আল-সায়িব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিওয়া সাল্লাম এর সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম।তিনি সালাত আদায় শেষে করে বললেন, “আমরা এখন খোতবা (বক্তৃতা)দিব।আপনাদের কেউ ইচ্ছা করলে বসে খোতবা শুনতে পারেন। আর কেউ চাইলে চলে যেতে পারেন।”[আলবানী এ‘সহীহ আবুদাউদ’গ্রন্থহোদসিকসেহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন (আসা-যাওয়ার জন্য)ভিন্ন ভিন্ন পথ ব্যবহার করতেন। তিনি এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং আরেক রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। ইমাম বুখারী (৯৮৬) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহরাদিয়াল্লাহু আনহুমাথেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: “ঈদের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাদা আলাদা রাস্তা ব্যবহার করতেন।”